বিজিএ/কাস/২০২৪/ ১৬৭ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিকারকের প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যথাযথ অনুসন্ধান পূর্বক প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে বিজিএমইএ হতে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত বিজিএমইএ'র পত্র নং-বিজিএ/কাস/২০২৪/১০৮৮৯ তারিখঃ ২১/০৯/২০২৪ আপনাদের জ্ঞাতার্থে এদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

ধন্যবাদান্তে,

২২/৯/২০২৪

মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি
• বাংলাদেশে তৈরি •
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | Hotline: +88 017 3044 2211 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org

C:\Users\BGMEA\Downloads\CIRCULAR-2024 (28).doc
CamScanner

Khandoker Rafiqul Islam
President

BGMEA

বিজিএ/কাস/২০২৪/১০১৮৯

২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, প্লট-এফ ১/এ,
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিকারকের প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যথাযথ অনুসন্ধান পূর্বক প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিকারকের প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মাধ্যমে পণ্য আমদানির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কোন কিছুই অবগত থাকে না। প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আর্থিক ও ব্যবসায়িকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের অর্জিত সামাজিক সুনাম ক্ষুন্ন হয়। এ ধরনের ঘটনা একটি যৌথ কুচক্রি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। পূর্বেও এ ধরনের ঘটনায় অনেক প্রতিষ্ঠান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, কাস্টম হাউসের কমিশনারের পরিবর্তনের সময় এই কুচক্রি সিন্ডিকেট সুযোগের সদব্যবহার করে এ ধরনের কর্মকান্ড চালিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠানের বিন নাম্বার ব্যবহার করে বা কাস্টম কর্মকর্তার পাসওয়ার্ড হ্যাক করে এ ধরনের কর্মকান্ড চালাচ্ছে। এই কুচক্রি মহলকে শক্ত হাতে দমন করতে না পারলে দেশের রপ্তানি-বাণিজ্য দারুণভাবে বাঁধাগ্রস্ত হবে।

উল্লেখ্য, যে সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিন লক আছে তাদের বিন নাম্বার ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করার কোন সুযোগ নেই। সচল কারখানার সিএন্ডএফ এজেন্টদের লিস্ট এ্যাসাইকোডা সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা আছে, মনোনিত সিএন্ডএফ এজেন্টের বাহিরে অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অনলাইন সিস্টেমে প্রতিষ্ঠানের যে ব্যাংকের নাম উল্লেখ আছে তার পরিবর্তে অন্য ব্যাংকের দলিলাদি দাখিল করলে তা সহজে সনাক্ত করা সম্ভব। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক ও এ্যাসাইকোডা সিস্টেমে প্রতিটি ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে, ফলে ভূয়া এলসির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করতে গেলে তা সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এইসব বিষয়গুলো উপেক্ষা করে জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করা দুরূহ ব্যাপার এবং তা হয়ে থাকলে যথাযথভাবে তদন্ত হওয়া ও প্রকৃত দোষীদের সনাক্ত করা প্রয়োজন এবং নির্দোষ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য।

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত ফ্যাশন, সিজন ও সময় নির্ভর একটি রপ্তানি বাণিজ্য। ক্রেতার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানি করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রস্তুতকৃত তৈরি পোশাক চলমান সিজনের মধ্যে ক্রেতা নির্ধারিত সময়ে রপ্তানি করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানি আদেশটি বাতিল হয় বা ক্রেতা ডিসকাউন্ট দাবী করে। যার ফলে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো দারুণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাই বন্ডের আওতায় আমদানি পণ্য খালাস ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজীকরণসহ ব্যয়হ্রাস করার লক্ষ্যে বিজিএমইএ হতে সময় সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তৈরি পোশাক শিল্পের আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্রুত

CamScanner

Khandoker Rafiqul Islam
President

খালাসের পর কারখানায় এনে তৈরি পোশাক উৎপাদন করে ক্রেতার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি করতে হয় বলে বন্দরে পণ্য দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখার কোন সুযোগ নেই। তৈরি পোশাক শিল্পের যে সকল পণ্য বন্দরে দুই মাসের বেশী সময় ধরে পড়ে থাকে তার তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান'কে পত্র দিয়ে অনুলিপি বিজিএমইএ'কে দিলে বিজিএমইএ হতে সদস্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা চালানো হবে। দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও সুনামের স্বার্থে জালিয়াতির মাধ্যমে যে সকল চক্র পণ্য আমদানি করছে তাদেরকে কাস্টমস গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালিয়ে সনাক্তকরণ পুর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এমতাবস্থায়, রপ্তানির বৃহত্তর স্বার্থে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিকারকের প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যথাযথ অনুসন্ধান পূর্বক প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তদন্তের পূর্বেই রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

খন্দকার রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

CamScanner